যুগান্তর

তারিখ: 03 NOV 2015
পৃষ্ঠা: ১৮ কলাম: ৬

পাকুন্দিয়া প্রাথমিক শিক্ষা অফিস দুর্নীতির আখড়া

পাকুন্দিয়া (কিশোরগঞ্জ) প্রতিনিধি

পাকুন্দিয়া উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসটি ঘুষ, দুর্নীতি আর হয়রানির আখড়ায় পরিণত হয়েছে। অফিসে নানা অজুহাতে সাধারণ শিক্ষকদের জিম্মি করে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নেয়া হচ্ছে বলে সাধারণ শিক্ষক, অভিভাবক ও ভুক্তভোগীদের কাছ থেকে অভিযোগ পাওয়া গেছে। ভুক্তভোগীদের অভিযোগে জানা যায়, টাইম স্কেল, এরিয়া বিল, উৎসব ভাতা, মাতৃত্বকালীন ছুটি, ভবিষ্যৎ তহবিল, উচ্চতর ডিগ্রি, বকেয়া বিল উত্তোলন ও চিকিৎসাসহ নানা ধরনের ছুটি, বদলি, সরকারিভাবে বরাদ্দকৃত উন্নয়ন কাজের অর্থ পেতে ঘুষ দিতে হয়। ঘুষ ছাড়া কোনো কাজই পাকুন্দিয়া উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে হয় না। এছাড়া প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণীর মাল ক্রয়, স্লিপ কমিটি প্রাপ্ত বরাদ্দ হতে শিক্ষকদের বেতন ও বিলসহ সব ক্ষেত্র থেকেই লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে কতিপয় কর্মকর্তা-কর্মচারী। এসব ক্ষেত্রে ভাগ বসানো যেন তাদের প্রাপ্য হয়ে গেছে। এদিকে শিক্ষকদের অনেকের টাইম স্কেল দীর্ঘদিন ধরে ঝুলিয়ে রেখে হয়রানি করা হচ্ছে। শিক্ষক প্রতি নির্ধারিত উৎকোচ না দিলে নানা অজুহাতে ফাইল বন্দি করে সময় ক্ষেপণ করা হচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে। নতুন জাতীয়করণকৃত রেজিস্টার্ড ও কমিউনিটি বিদ্যালয়সহ যে কোনো বিদ্যালয়ে বকেয়া বেতনের বিল পাস করতে প্রাপ্ত টাকার ২০ ভাগ অফিসকে দিতে হয়। এছাড়া এসব শিক্ষকের টাইম স্কেলের জন্য ১৫শ' থেকে ২ হাজার টাকা, এরিয়া বিলের জন্য ১শ' টাকা, উৎসব ভাতার জন্য ৩শ' থেকে ৫শ' টাকা, মাতৃত্বকালীন ছুটির জন্য ১ হাজার টাকা, ভবিষ্যৎ তহবিলের জন্য ৫শ' থেকে ১ হাজার টাকা, উচ্চতর ডিগ্রির জন্য ১ হাজার টাকা, বদলির জন্য ৩০ থেকে ৩৫ হাজার টাকা, বরাদ্দকৃত উন্নয়ন কাজের অর্থ পেতে ১৫শ' টাকা, প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণীর মালামাল ক্রয় করতে ৫শ' টাকা, স্লিপ কমিটি প্রাপ্ত বরাদ্দ হতে ১ হাজার থেকে ১৫শ' টাকা, প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত উন্নীত স্কেল পেতে ৫শ' টাকা করে প্রতি শিক্ষকের কাছ থেকে ঘুষ নিচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এহেন অপকর্মের জন্য সাধারণ শিক্ষকরা ভয়ে প্রকাশ্যে মুখ খুলতে পারছেন না। শিক্ষা অফিস দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন এমন আশংকায় নাম প্রকাশ না করার শর্তে শতাধিক সহকারী শিক্ষক ক্ষুব্ধ কণ্ঠে অভিযোগ করে বলেন, আমাদের শিক্ষা অফিসে ঘুষ ছাড়া কিছুই হয় না। সার্ভিস বুক খোলার দিন থেকে ঘুষ নেয়া শুরু হয় এবং চাকরি থেকে অবসর নেয়ার দিন পর্যন্ত ঘুষ দিতে হয়। তারা আরও বলেন, লাগামহীনভাবে ঘুষ-বাণিজ্য চলছে আমাদের এ অফিসে। শিক্ষকরা জানান, উপজেলা ভারপ্রাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মো. আবদুর রশিদের যোগসাজশে টাকা নিচ্ছেন অফিস সহকারী আবদুল হক। এ ব্যাপারে উপজেলা ভারপ্রাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মো. আবদুর রশিদ ও অফিস সহকারী আবদুল হকের সঙ্গে সোমবার দুপুরে যোগাযোগ করা হলে তারা আনীত অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, তারা শিক্ষকদের ফাইল জিম্মি করে কোনো টাকা নিচ্ছেন না।